

গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নয়, সত্যিকারের গণতন্ত্র

কাজী জহিরুল ইসলাম

পৃথিবীর কোথাও কোথাও এখনো রাজতন্ত্র টিকে আছে। তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র একটি দেশ সোয়াজিল্যান্ড নানান কারণে সারা বছর ধরেই আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোকে গরম রাখে। সোয়াজিল্যান্ডের প্রায় চতুর্দিক ঘিরে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, শুধু পূর্বে সামান্য একটু মোজাম্বিক ছাড়া। আমাদের পাশের দেশ নেপালের রাজতন্ত্র যাই যাই করেও গত অনেক বছর ধরে ঝুলে আছে। নেপালের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী? আমি বলবো এটা কোলোনাইজড না হওয়ার কুফল। কোলোনাইজেশনের যে কয়টা সুফল আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো দ্রুত সভ্য হয়ে ওঠা। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতাই যে ভূ-ভারতের সবচেয়ে সভ্য এবং উর্বর অঞ্চল তার অনেক প্রমাণের একটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমর্ত্য সেনের সাফল্য। বছর কয়েক আগে আমার এক সহকর্মী, মুজিবুর রহমান (সেইভ দি চিল্ড্রেন-ইউকে'র একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা), কাঠমুন্ডু থেকে ঘুরে এসে মন্তব্য করলেন, ওরা এখনো সভ্য হয়ে ওঠে নি। গত বছর আমি যখন সপরিবারে কাঠমুন্ডু বেড়াতে যাই, মুজিব সাহেবের সেই কথাটিই আমার কানে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। পশুপতিনাথ মন্দির কাঠমুন্ডুর একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থান। মন্দির কমপ্লেক্সে ছবি তোলা নিষেধ, কোথাও হয়ত এটা লেখা আছে কিন্তু আমার চোখে তা পড়েনি। আমি যখন ক্যামেরা বের করে এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের পাশে দাঁড়ানো আমার স্ত্রী-সন্তানের একটি ছবি তুলতে গেলাম, অমনি কোথেকে এক যুবক (নিরাপত্তাকর্মী) ছুটে এসে আমাকে রীতিমতো গালাগাল দিয়ে হাত থেকে ক্যামেরাটি কেড়ে নেবার জন্য জোরাজুরি শুরু করে দিলো। ধস্তাধস্তিতে যুবক অবশ্য হেরে গেল, তবে ক্যামেরাটি আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ওকে যতাই বলি, আমি দুঃখিত ছবি তোলার জন্য, আমি তোমাদের নিয়মটি জানতাম না। ও ততোই আমাকে গালি দিতে থাকে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো ওর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সুন্দর ডিজিটাল ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নেওয়া। ওর চোখে আমি হিংস্রতা দেখেছি, আদিম মানুষের মতো ছিল ওর আচরণ।

পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরেছি, হাজার হাজার ছবি তুলেছি। ভুল করে কিংবা অতি স্বাভাবিক পর্যটক-কৌতুহলবশত অনেক নিষিদ্ধ স্থানের ছবিও তুলেছি। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কখনোই টুরিস্টদের সাথে অশোভন কোনো আচরণ করে না। খুব বিনীতভাবে নিষেধ করে ছবি তোলার জন্য। এই বিনয় আমি পুরো কাঠমুন্ডু শহরের কোথাও দেখে নি। ওদের রাজতন্ত্রটিও সভ্য দুনিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের বিনয়হীনতা প্রকাশেরই একটি এক্সপ্রেশন।

উপনিবেশিকতার আরো একটু গুনগান না করলেই নয়। সারা ভারতবর্ষে যে দুটি গান সবচেয়ে বেশি গাওয়া হয় এবং সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সে দুটি গান হলো, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগনমন অধিনায়ক হে’ এবং ‘বন্দে মাতরম’। দুটি গানেরই রচয়িতা কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অন্যজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গই (বাংলা) যে সবচেয়ে বেশি ইন্টেলেকচুয়াল রিসোর্স প্রডিউস করে এ কথা এখন সবাই স্বীকার করেন।

বলছিলাম সোয়াজিল্যান্ডের কথা। খরা কবলিত ১৭ হাজার ৩শ ৬৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি ছোট ল্যান্ডলকড কান্ট্রি। দেশটির ৫৩৫ কিলোমিটার সীমান্তের ৪৩০ কিলোমিটার-ই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে, বাকী ১০৫ কিলোমিটার মোজাম্বিকের সাথে। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতোই

ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, সারা বছরই তাপমাত্রা উষ্ণ থাকে। পুরো দেশজুড়ে পাহাড় আর অরণ্য। এইসব পাহাড়ে অরণ্যে কেবল হিংস্র বন্যপ্রাণীই ঘুরে বেড়ায় না, ওদের যারা ধরে ধরে খায় সেইসব হিংস্র মানুষের সংখ্যাটাও একেবারে কম না। সভ্যতার ছোঁয়া এই দেশটিতে তেমন লাগেনি বললেই চলে। দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাজা, এরপরেই রাণী মা। রাজার অবর্তমানে রাণি মা-ই রাজ্য চালান। এই রাণী মা কিন্তু রাজার স্ত্রী নন। রাজার মৃত্যু হলে ‘রাজা নির্বাচন কাউন্সিল’ রাজপরিবারের একজন যোগ্য লোককে নতুন রাজা নির্বাচিত করেন। সাথে সাথে একই কাউন্সিল পূর্বতন একজন রাজার প্রথম স্ত্রীকে নতুন রাণী মা নির্বাচিত করেন। ৮০ সদস্যের একটি নামমাত্র সংসদ আছে। যার অধিকাংশ সদস্যই রাজা কর্তৃক মনোনীত আর কিছু সদস্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত। এই সংসদের আবার একটি ২০ সদস্যের আপার হাউজ আছে। আপার হাউজের নাম সিনেট। যার ১০ জন সিনেটর রাজা কর্তৃক মনোনীত আর বাকী ১০ জন সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। তবে রাজা তার খেয়াল খুশি মতো এর আয়ু বাড়াতেও পারেন আবার চাইলে যে কোন দিন সংসদ বাতিল করেও দিতে পারেন। এটা খেয়ালি রাজার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বর্তমান সোয়াজি রাজার নাম হলো স্বাতি-৩ (Mswati-III). আজকের দিনে রাজা স্বাতিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজা, যিনি তার দেশে যা খুশি তা-ই করতে পারেন। স্বাতি-৩ এ পর্যন্ত ১৩টি বিয়ে করেছেন। প্রতিবছর তিনি একটি করে ভার্জিন মেয়ের পাণি গ্রহন করেন। ২০০৫ সালে তিনি একটি অপ্ৰাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দেন।

সতের শতকে বাত্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা মোজাম্বিকের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মাইগ্রেট করে। দেড়শ বছর পরে বাত্তু সম্প্রদায়ের কয়েকটি গোত্র মূল সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সোয়াজিল্যান্ডে এসে বসতি স্থাপন করে। এ সময়ে নেটিভ জুলুদের সাথে ওদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। বাত্তু সম্প্রদায়ের প্রধান সোয়াজি ব্রিটিশদের কাছে সাহায্য চায় জুলুদের হটিয়ে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিতে। ব্রিটিশদের সহযোগিতায় পরবাসী বাত্তুরা সোয়াজিল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং ১৮৮১ সালে স্বাধীন সোয়াজিল্যান্ড গড়ে তোলে। পরবর্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেকদিন সোয়াজিল্যান্ড শাসন করে এবং এক পর্যায়ে, ১৯০২ সালে, ব্রিটিশদের কাছে দেশটির শাসনভার হস্তান্তর করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৬৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সোয়াজিল্যান্ড পুনরায় স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৬ সাল থেকে রাজা স্বাতি-৩ দেশের সর্বময় শাসনকর্তা। তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। ২০০২ সালে যখন ভয়াবহ খরাকবলিত হয়ে দেশের হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ না খেয়ে মারা গেল, তখন তিনি ৫ কোটি ডলার দিয়ে একটি বিলাসী জেট প্লেন ক্রয় করেন নিজের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য। খরা তৃতীয় বছরের মতো প্রলম্বিত হয়ে ২০০৪-এ প্রবেশ করলে দেশটির অর্থনীতি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলেও উদাসী রাজা সে বছর তার ১১ রাণী-র জন্য বিলাসী রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর ঠিক কয়েকদিন আগে তিনি তার ১১ রাণীর জন্য ক্রয় করেন ১১-টি লাক্সারী মার্সিডিজ বেঞ্জ।

সোয়াজিল্যান্ডের বর্তমান অবস্থা হলো একটি গাধার পিঠে চড়ে খরাকান্ত মরুভূমিতে বৃষ্টির প্রার্থনারত এক মুসাফিরের দশা। এইডস এখন এপিডেমিক পর্যায়ে চলে গেছে। দেশের ৩০ শতাংশ লোক এইডসে আক্রান্ত। আর এইচআইভি ক্যারিয়ারের সংখ্যা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ।

প্রতি বছর আগস্ট মাসে সোয়াজিল্যান্ডের লুদজিডজিনি রয়েল ক্রাল-এ কুমারী নৃত্যের আসর বসে। গত বছর (২০০৫) এই নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয় প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশী কিশোরী-যুবতী। যা এ যাবতকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে। আরো মজার ব্যাপার হলো সোয়াজিল্যান্ডের ট্রেডিশনাল এই

নৃত্যানুষ্ঠানের অংশ নিতে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসে প্রায় ২ হাজার কুমারী। রাজা স্বাতি প্রতিবছর এই দিনটিকে বেছে নেন তার নতুন রাণী নির্বাচনের জন্য। নৃত্যরত কুমারীদের মধ্যে থেকে তিনি তার পছন্দমতো সেরা সুন্দরীটিকে বেছে নেন। এরপর তাকে বিয়ে করে তুলে নিয়ে যান রাজপ্রাসাদে। হয়ত দৌদড় প্রতাপশালী এক রাজার রাণী হবার প্রলোভনে পড়েই রয়েল ক্রাল-এর সামনের ভিড়টি প্রতি বছর আগস্ট মাসে ক্রমশই বাড়ছে। ভয়াবহ খরায় যাদের জীবন দুর্বিসহ, এইডস নামক এক ভয়ঙ্কর দানব যাদের প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, বলমলে এক রাজপ্রাসাদের রাণী হবার দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকা সেইসব মেয়েদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। হোক না রাজার তের, চৌদ্দ কিংবা যে কোন নম্বরের রাণী। বহুবিবাহ পুরুষের স্বৈচ্ছাচারিতা প্রকাশের একটি অন্যতম উপায়। মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে রাজতন্ত্র বিরাজ করছে সেইসব দেশেও একই চিত্র দেখা যায়।

সোয়াজিল্যান্ডের বর্তমান লোকসংখ্যা হলো মাত্র ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার। প্রতি বছর গড়ে হাজারে ২.৫ জন করে লোক কমে যায়। অর্থাৎ বছরে প্রায় ৩ হাজার লোক কমে যায়। এর কারণ হলো উচ্চ জন্মহারের চেয়েও অধিক উচ্চ মৃত্যুহার। অন্যান্য ট্রপিক্যাল অসুখের পাশাপাশি এইডসের ভয়াবহ আক্রমণই জনসংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ। সিসওয়াতি ভাষার ১১ লক্ষ মানুষের ২ লক্ষই এইডসে আক্রান্ত। সে দেশের পুরুষেরা বিশ্বাস করে এইডস আক্রান্ত কোনো পুরুষ যদি কুমারী মেয়ের সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার এইডস ভালো হয়ে যাবে। এই কুসংস্কারের কারণে সোয়াজিল্যান্ডে এইডস আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের গড় আয়ু এখন নেমে এসেছে ৩২ বছরে। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ছোট্ট এই সবুজ, পাহাড়ি দেশটি হতে পারতো একটি সম্ভাবনাময় দেশ। কিন্তু রাজতন্ত্রের খেয়ালী ঋাতার চাপে পড়ে সোয়াজিদের জীবন কেবল দুর্বিসহই হয়ে উঠছে প্রতিদিন।

রাজতন্ত্র নানান ফর্মে এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে আছে। আবার অনেক দেশে রাজতন্ত্র নানা ফর্মুলায় ফিরে আসছে। বাংলাদেশে এখন যে তন্ত্রটি চলছে এটাও এক ধরনের রাজতন্ত্র। সোয়াজিল্যান্ডে, নেপালে আছে একটি রাজপরিবার আর আমাদের আছে দুটি রাজ পরিবার। প্রতি পাঁচ বছর পরপর আমরা গণতন্ত্রের কাছে যাই রাজপরিবার নির্বাচন করতে। দেশের ১৫ কোটি মানুষ উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে সবগুলো মিডিয়ার দিকে কোন রাজপরিবার আসছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। ‘তলা বিহীন ঝুড়ি’ বা দুর্নীতিতে ক্রমাগত চ্যাম্পিয়ন হবার অপবাদ ঘোচাতে হলে আমাদেরকে গণতন্ত্রের রঙিন মোড়কে জড়ানো ‘গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র’ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সত্যিকারের গণতন্ত্র। একথা বুঝি ২০০৬-এ এসে বাংলাদেশের মানুষ কম-বেশি সবাই বুঝতে শুরু করেছে। তাই আগামী নির্বাচনের বৈতরণী পেরুতে রাজপরিবারগুলোকে কাঠ-খড় পোড়াতে হলেও হয়ত কোনোরকমে পার পেয়ে যাবে। তবে সেই দিন আর বেশী দূরে নেই যখন এ দেশে, ‘গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র’ না, সত্যিকারের গণতন্ত্র আসবে। আমি সেই গণতন্ত্রের কড়া-নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

১৭ আগস্ট, ২০০৬
আবিদজান, আইভরিকোস্ট